রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ৫, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন ১৪২৫/০৫ মার্চ ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.০৭৩—প্রবীণ সমাজকর্মী ও বই পড়া আন্দোলনের পুরোধা জনাব মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকার গত ০১ মার্চ ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর।

২। জনাব মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২০ ফাল্গুন ১৪২৫/০৪ মার্চ ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২০ ফাল্গুন ১৪২৫
ঢাকা: ----------
০৪ মার্চ ২০১৯

প্রবীণ সমাজকর্মী ও বই পড়া আন্দোলনের পুরোধা জনাব মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকার গত ০১ মার্চ ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর।

জনাব পলান সরকারের জন্ম ১৯২১ সালে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হারেস উদ্দিন, কিন্তু তিনি পলান সরকার নামেই পরিচিতি পান।

ছোট বেলা থেকেই বই পড়ার প্রতি ছিল পলান সরকারের বিশেষ ঝোঁক। তিনি নিজের জমিতে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পলান সরকার ১৯৯০ সালের দিকে রাজশাহীর বাউসা হারুন আর রশিদ শাহ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় মেধা তালিকার প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকারীদের বই উপহার প্রদান করেন। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর বই বিলির অভিযান। বই পড়ার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামের সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বই বিতরণ করতেন। এভাবে প্রায় ৩০ বছর তিনি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন। এই মহতী উদ্যোগের ফলে তাঁর গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ১৫-২০টি গ্রামে এক বিশাল পাঠক চক্র গড়ে ওঠে।

নিজের টাকায় কেনা বই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়ে বই পাঠের আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজসেবার অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকার ২০১১ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত হন। এছাড়া তাঁকে ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

জনাব পলান সরকার জীবন-সংগ্রামের নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও চিত্ত বিকাশের লক্ষ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণের মতো মহৎ কর্মকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। 'পড়ে বই আলোকিত হই, না পড়লে বই অন্ধকারে রই'—এটাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

তিনি মানুষের মাঝে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশবাসীর কাছে চিত্ত-জাগরণের বাতিওয়ালা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ২০১৪ সালে ২০ সেপ্টেম্বর 'ইমপ্যাক্ট জার্নালিজম ডে' উপলক্ষে 'আলোর ফেরিওয়ালা' শিরোনামে পলান সরকারের বই পড়ার আন্দোলন বিষয়ে একটি লেখা সারা পৃথিবীর ৪০টি প্রধান দৈনিকে প্রকাশিত হয়।

মন্ত্রিসভা জনাব মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd